JAN. 1 1 2001

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

বিদায়ী ২০০০ সাল ছিল একাডেমিক কার্যক্রমের চরম বিপর্যয়ের বৎসর

হোসেন আল মামুন, বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ বিদায়ী ২০০০ সালে কতিপয় কারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটে জর্জরিত একাডেমিক কার্যক্রমে চরম বিপর্যয় নামিয়া আসে। অনির্ধারিতভাবে ৩/৪ মাস ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ থাকে। একাডেমিক 'পিক পিরিয়ড' হিসাবে বিবেচিত সময়ে অচলাবস্থা বিরাজ করায় চার বছরের সেশনজট আরও ভয়াবহ রূপ নিয়াছে। ফলে বছর শেষে সাত হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবনে অনিশ্চতা ভর করিয়াছে।

শিক্ষকদের বহনকারী বাসে ছাত্রদের কথিত হামলার বিষয় নিয়া শিক্ষকদের ক্লাস বর্জনের মধ্য দিয়া বছর শুরু হয়। এই ঘটনায় ছাত্রদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া ছয়জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হইলে ছাত্ররা আন্দোলনে যায়। ফলে ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ হইয়া যায়।

অযৌক্তিকভাবে একবারেই ছাত্র বেতন দ্বিগুণরেও বেশী বৃদ্ধি করায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে ছাত্র-ছাত্রীরা। এ ব্যাপারে কঠোর কর্মসূচী ও আন্দোলনের কারণে ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ হইয়া যায়। ছাত্রলীগ (বা-অ) সভাপতি কর্তৃক একজন শিক্ষক লাঞ্ছনার অভিযোগ নিয়া শিক্ষকরা তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার পূর্বেই ক্লাস পরীক্ষা বর্জন শুরু করিয়া দেন। ফলে একাডেমিক কার্যক্রম বেশ কিছুদিন অনির্ধারিতভাবে বন্ধ থাকে। পরে শিক্ষকরা বিভক্ত হইয়া পড়িলে তাহাদের আন্দোলন ভেস্তে যায়।

ছাত্রলীগ এবং ছাত্রশিবিরের মধ্যে একবার প্রচন্ড বন্দুক যুদ্ধসহ কয়েকদফা সংঘর্ষের কারণেও একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ হইয়া যায়। বছরের শেষ দিকে ছাত্রদের উপর পরিবহন শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হামলার ঘটনা শিক্ষা কার্যক্রমে সবচাইতে বেশী ক্ষতি সাধন করে। কর্তৃপক্ষ দোষীদের বিচার ও শাস্তি প্রদানে যথাযথ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় বিষয়টি নিয়া ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। টানা দেড় মাস বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমে অচলাবস্থা বিরাজ করে। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না করিয়া অগ্রিম ছুটি ঘোষণা করা হয়। ফলে শিক্ষা কার্যক্রমে সৃষ্ট অচলাবস্থা যেন 'অনুমোদন' লাভে সমর্থ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে কর্তৃপক্ষের ক্রমাগত ব্যর্থতা এবং শিক্ষকদের গাফিলতি ও দায়িত্বহীনতা অভিভাবকদের দুর্ভাবনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ঘন ঘন অনির্ধারিতভাবে ক্লাস পরীক্ষা বন্ধের কারণে শিক্ষার্থীরা অনিশ্চিত অবস্থার মাঝে বাড়ী চলিয়া যায়। কিন্তু বাড়ীতে গিয়া তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাজুক পরিস্থিতি নিয়া অভিভাবকদের প্রশ্নবানের সম্মুখিন হয়।

একাডেমিক ক্ষতির পাশাপাশি গত বছর ছাত্ররা নানাভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়। অভিযোগ, মামলা, হামলা, বহিষ্কার সবই চলে ছাত্রদের বিরুদ্ধে।

সারা বছর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়া, সর্বদা ক্যাম্পাসে বিডিআর-পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মোতায়েন রাখিয়া এমনকি ভিসি বদল করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ শিক্ষার অনুকূলে আনা সম্ভব হয় নাই।